সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি ম্যানুয়েল

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডিসেম্বর ২০২০

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ ফাল্গুন ১৪২৭
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি ম্যানুয়েল' শীর্ষক ম্যানুয়েল প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যাঁরা এই অভিন্ন অপারেশনাল ম্যানুয়েল প্রণয়নে কাজ করেছেন এবং এর আলোকে সারাদেশে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন তাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, সকল অঞ্চলে শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে প্রণোদনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ অনুসরণে মানসম্মত শিক্ষার আলোয় দেশের মানুষকে আলোকিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা ২০১০ সাল হতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে যাচ্ছি। ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্বীয় মাতৃভাষায় পাঠ্যবই এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই বিতরণ করছি। একইসাথে শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 'মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এস ই ডি পি)' এর অর্থায়নে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর পরিচালনায় সারাদেশে 'দারিদ্র্যভিত্তিক সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম' পরিচালিত হচ্ছে. দেশের সকল দরিদ্র শিক্ষার্থী এতদিনে শ্রেণিভিত্তিক অভিন্নহারে উপবৃত্তি পাচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে চলমান উপবৃত্তি কার্যক্রমকে সম্প্রতি একক ও সমন্বিত আকারে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ইতোমধ্যে ইউনেস্কো কর্তৃক 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। এ সাফল্য সুসংহত করার পাশাপাশি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দারিদ্র্যভিত্তিক সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিকে সফল করার ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়েলের নিয়মাবলী মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মীর অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

আমি প্রত্যাশা করি, এই ম্যানুয়েলের নির্দেশনা অনুসারে সারাদেশে উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ ০৫
১. পটভূমি ০৭
১.১ প্রকল্পের নাম ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ০৭
১.২ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ০৭
১.৩ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের পটভূমি ০৮
১.৪ দারিদ্র্যভিত্তিক উপবৃত্তি চালুকরণ ০৮
১.৫ প্রকল্পওয়ারী উপজেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীর সংখ্যা ০৯
১.৬ প্রকল্পসমূহ থেকে উদ্ভুত ফলাফল ০৯
১.৭ প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক বিবরণী ১০
২. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি **১২**
২.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১২
২.২ SDG (Sustainable Development Goal-এর সাথে সংশ্লিষ্টতা ১৩
৩.সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া **১৪**
৩.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা ১৪
৩.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৪
৩.৩ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এম,আই,এস (MIS) ১৬
৩.৪ উপবৃত্তির এমআইএস-এ উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তাদির স্বয়ংক্রিয়তা (অটোমেশন) ১৭
৩.৫ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ১৭
৪. কর্মসূচির সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয় **১৭**
৫. প্রশিক্ষণ ব্যয় **১৭**
৬. কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া- **১৮**
৬.১ কর্মসূচির ডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ১৮
৬.২ কর্মসূচির এমআইএস ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রবাহচিত্র ১৮
৬.৩ উপবৃত্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণ ব্যবস্থা ১৯
৬.৪ উপবৃত্তি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি, বই ক্রয় ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণের প্রবাহ চিত্র ১৯
৭. কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন **২০**
৮. সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ **২০**
৮.১ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি ২০
৮.১.১ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কর্মপরিধি ২১
৮.২ উপজেলা / মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটি ২২
৮.২.১ উপজেলা উপদেষ্টা কমিটি ২২
৮.২.২ মেট্রোপলিটন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) এলাকার জন্য উপদেষ্টা কমিটি ২২
৮.৩ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি ২২
৮.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি ২২
৮.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি(মেট্রো এলাকার জন্য) ২৩
৯. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়সূচি / সিডিউল **২৩**
১০. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রত্যাশিত প্রভাব **২৫**
১১. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া **২৬**
১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ২৬
১১.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন ২৬
১১.৩ উপবৃত্তি প্রাপ্তির শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ২৭
১১.৪ উপবৃত্তি প্রাপ্তি অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ২৭
১১.৫ উপকারভোগী নির্বাচন কৌশল ও পদ্ধতি ২৭
১১.৬ উপবৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া ২৮
১২.ডাটা এন্ট্রি ও এমআইএস (Management Informent System-MIS) তৈরি **২৯**

১২.১ আবেদনকারীর আইডি নম্বর (Identification Number).. ২৯
১২.২ ডাটা অনলাইনে প্রেরণ... ৩০
১২.৩ ডাটা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজের প্রবাহ চিত্র.. ৩০
১২.৪ উপজেলা / মেট্রো এলাকার উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদন.. ৩০
১৩. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপবৃত্তির হার ৩১
১৪.ডাটা প্রক্রিয়াকরণ.. ৩১
১৫. কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি...৩২
১৬. উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি ৩২
১৬.১ জি টু পি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থ বিতরণের একটি প্রবাহ চিত্র।.................................৩৩
১৭. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা ৩৪
১৮. পূর্ববর্তী প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা ৩৪
সংলগ্নীসমূহ..৩৫
সংলগ্নী-১ -উপবৃত্তির জন্য আবেদন ফরম ৩৫
সংলগ্নী-২ আবেদনপত্রের প্রশ্নসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা, স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা ৩৯
সংলগ্নী-৩ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র...৪০
সংলগ্নী-৪ এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম (Award Confirmation Form)......................................৪১
সংলগ্নী-৫ টিউশন ফি এওয়ার্ড কনফারমেশন ফরম (Award Confirmation Form).......................৪২
সংলগ্নী-৬উপকারভোগী শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির তথ্যাদি ৪৩
সংলগ্নী-৭ উপকারভোগী শিক্ষার্থী মনিটরিং ফরম ৪৪
সংলগ্নী-৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বদলের ফরম ৪৫
সংলগ্নী-৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির সহযোগিতামূলক চুক্তি ফরমেট ৪৭
সংলগ্নী-১০ উপবৃত্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির হার ৫২
সংলগ্নী-১১ উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীর তালিকা-... ৫৩

শব্দ সংক্ষেপ

ACF	Award Confirmation Form
AD	Assistant Director
ADB	Asian Development Bank
API	Application Programming Interface
AQAU	Access and Quality Assurance Unit
BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCC	Bangladesh Computer Council
BEFTN	Bangladesh Electronic Fund Transfer Network
BISE	Board of Intermediate and Secondary Education
BSI	Beneficiary Selecting Indicators
CAO	Chiefs Account Officer
CAP	Community Awareness Program
CDPU	Central Data Processing Unit
DD	Deputy Director
DDO	Drawing and Disbursing Officer
DEO	District Education Office
DG	Director General
DLI	Disbursement-linked Indicators
DSHE	Directorate of Second and Higher Education
EFT	Electronic Fund Transfer
EMIS	Education Management Information System
EO	Education Officer
FESP	Female Education Stipend Project
FSSAP	Female Secondary School Assistance Project
FSSP	Female Secondary Stipend Project
GOB	Government of Bangladesh
G2P	Government to Person
HIES	Household Income & Expenditure Survey
HSC	Harmonized Stipend Committee
HSC	Higher Secondary Certificate
HSP	Harmonize Stipend Program
HSPU	Harmonized Stipend Program Unit
HSSP	Higher Secondary Stipend Project
HT	Head Teacher
iBAS ++	Integrated Budget and Accounting System
IDP	International Development Program
ILASC	Institution Level Application Scrutiny Committee
JSC	Junior School Certificate
LGED	Local Government Engineering Department
MEW	Monitoring and Evaluation Wing
MFS	Mobile Financial Service
MIS	Management Information System
NEP	National Education Policy
NFSP	Nationwide Female Stipend and Free Tuition Program

NGO	Non-Government Organization
NORAD	Norwegian Agency for Development Cooperation
NSC	National Steering Committee
PECC	Primary Education Completion Certificate
P for R	Programs for Results
PIC	Program Implementation Committee
PIU	Program Implementation Unit
PMET	Prime Minister's Education Assistance Trust
PMT	Proxy Means Test
PSP	Payment Service Provider
RBL	Results-based Lending
RO	Research Officer
SAF	Student Application Form
SDG-4	Sustainable Development Goals (Quality Education)
SEDP	Secondary Education Development Project
SEQAEP	Secondary Education Quality and Access Enhancement Project
SESIP	Secondary Education Sector Investment Program
SESP	Secondary Education Stipend Project
SIP	Strategic Implementation Plan
SMC	School Management Committee
SOPs	Standard Operating Procedures
SPFMSP	Strengthening Public Finance Management for Social Protection
SPBMU	Social Protection Budget Management Unit
SPSU	Sector Program Support Unit
SSC	Secondary School Certificate
SWAp	Sector Wide Approach
TOR	Terms of Reference
UAS	Upazila Academic Supervisor
U-AVIC	Upazila Application Verification & Implementation Committee
U-SAC	Upazila Stipend Advising Committee
USE	Upazila Secondary Education
USEO	Upazila Secondary Education Officer
WB	World Bank

১. পটভূমি

বিগত প্রায় ৩৮ বছর যাবৎ বাংলাদেশে জাতীয় ভাবে ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু আছে। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তি উপজেলায় একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদের প্রথম নগদ সহায়তা (Cash Incentive) প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। এর সাফল্যজনক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে NORAD এর আর্থিক সহায়তায় গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয় এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর পযায়ক্রমে ১টি করে উপজেলাকে বর্ণিত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে মোট ৬টি নতুন উপজেলায় ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ছাত্রী উপবৃত্তির আওতাধীন এই ৬টি উপজেলার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রী ভর্তির হার গড়ে ৭.৯% থাকে ১৪% এ বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার ১৪.৭% থেকে ৩.৫% এ হ্রাস পেয়েছে। ছাত্রী উপবৃত্তির এই সাফল্য বিবেচনায় নিয়ে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের সকল মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করে এবং ২০০২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৭৯টি উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করে, যা বর্তমানে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে পরিচালিত হবে:

১.১ প্রকল্পের নাম ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	অর্থায়নকারী সংস্থা
০১	ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক
০২	মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	বাংলাদেশ সরকার
০৩	মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প	বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি
০৪	ফিমেল এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট	বাংলাদেশ সরকার ও নোরাড [১]
০৫	হাইয়ার সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এইচএসএসপি)	বাংলাদেশ সরকার

১.২ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ২০ এপ্রিল, ২০১০খ্রি. তারিখে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দেশের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে স্বহস্তে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। যাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, "স্কুল/বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক সরকারি/কলেজে/অধ্যয়নরত ছেলে ও মেয়েদের প্রতি মাসে শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। এই বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হল ডিগ্রী পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।

[১] প্রকল্পটি ২০০৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

আ.ন.ম. তরিকুল ইসলাম
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এই বৃত্তি প্রদানের জন্য একটা ট্রাস্টি ফান্ড গঠন করতে হবে। এই ফান্ড সরকারি অনুদান বা এককালীন অর্থ প্রদানের মাধ্যমে করা হবে। যেটা করতে সহজ হয় সে পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। ফান্ড ব্যবহারের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হবে। এই ট্রাস্টি বোর্ড ও ফান্ড সরকার বদল হলেও যাতে কেউ বন্ধ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রী ডিগ্রি পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখা পড়া করার সুযোগ পাবে। শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে। এই ট্রাস্টি ফান্ডে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অনুদানও গ্রহণ করা যাবে। বেসরকারি অনুদান প্রদানকারীদের নির্দিষ্ট হারে কর রেয়াত দেয়া যেতে পারে।"

১.৩ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপনের পটভূমি:

ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের ১৭ আগস্ট, ২০১০ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯ আগষ্ট, ২০১০খ্রি. তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপকমিটি গঠন করা হয়। যার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রি. তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি. তারিখের মন্ত্রীসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। ১১ মার্চ, ২০১২ খ্রি. তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২ পাস হয়।

গত ০৯ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৩৭.২৪.০২.০০০.০৬.০০৮(অংশ-১).২০১৪-৭৪ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত সভার ৩.২ (ঙ) অনুচ্ছেদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০১ জুলাই, ২০২০ খ্রি. থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত সকল উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

১.৪ দারিদ্র্যভিত্তিক উপবৃত্তি চালুকরণ

ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যসূচক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস

পেয়েছে। এই দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচির কারণে মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে তা ছাত্র ভর্তির হারকেও ছাড়িয়ে যায়। দেশব্যাপী ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচির শুরুতে যেখানে ছাত্রী ভর্তির হার ৩৩% ছিল ২০০০ সালে তা ৫৩% এ উন্নীত হয়। ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার ও ঝরে পড়ার হার হ্রাসের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় দীর্ঘদিনের লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করেছে, অন্যদিকে ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্র ভর্তির হারের চেয়ে বেশি হওয়ায় আর এক ধরনের লৈঙ্গিক বৈষম্য ও সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। উপযুক্ত সমস্যা দূরীকরণার্থে এবং লৈঙ্গিক সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ছাত্রীদের সাথে ছাত্রদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নিম্নোক্ত চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্যভিত্তিক উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করে।

১.৫ প্রকল্পভিত্তিক উপজেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	আওতাধীন উপজেলা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	উপকারভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া	অর্থায়নকারী
০১	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	৫৪	২৯২০	২৯৯৪৩২	দারিদ্র্য সূচক[২] ভিত্তিক (পিটিসি)	বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি
০২	সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)	২৫০	১১৯০৭	১৮৭৫০৬৮	প্রক্সি মিন্স টেস্টিং (পিএমটি)[৩] ভিত্তিক	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংক
০৩	সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)	১৮৭	১৩০০০	১১০৭০৩১	দারিদ্র্য সূচক ভিত্তিক (পিটিসি)	বাংলাদেশ সরকার
০৪	হাইয়ার সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এইচএসএসপি)	৪৭৯	৭০০০	৫২০১৫৬	দারিদ্র্য সূচক ভিত্তিক (পিটিসি)	বাংলাদেশ সরকার

১.৬ প্রকল্পসমূহ থেকে উদ্ভূত ফলাফল

উপবৃত্তি কর্মসূচির উদ্দেশ্য দেশব্যাপী এক এবং অভিন্ন হলেও ৪টি ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ফলাফলেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্ণিত ৪ টি প্রকল্পের অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিন্নতার কারণে প্রকল্প দলিল প্রস্তুতে ভিন্নতা, উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিন্নতা, একই শ্রেণির উপবৃত্তির হার ও

---

[২] শিক্ষার্থীর পিতা/অভিভাবক ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক; পিতা/অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩০,০০০/= টাকার নিম্নে; দুস্থ/অসহায় গোষ্ঠি (যেমন: এতিম, অন্ধ); উপার্জেনে অসমর্থ/বিকলাঙ্গ (যেমন: পঙ্গু, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি) পিতা/মাতার সন্তান; নদী ভাঙ্গন কবলিত/বাস্তুহারা ও অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান; নিম্ন আয়ের শ্রমজীবি (যেমন: রিক্সাচালক, দিনমজুর ইত্যাদি) অভিভাবকের সন্তান; অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।

* উপরের যেকোনো একটি মানদন্ড উক্ত শিক্ষার্থী Pro-poor কর্মসূচির আওতায় আসবে, তবে একাধিক অতি দরিদ্র শিক্ষার্থী যদি একই মানদন্ডের আওতায় পড়ে, সেক্ষেত্রে একাধিক মানদন্ডের আওতায় পড়ে এমন শিক্ষার্থী প্রাধান্য পাবে।

[৩] পিএমটি পদ্ধতিতে একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় বা ব্যবহারের সাথে সূচকসমূহকে যুক্ত করে পরিবারের আয়ের অনুমান করে এবং এর ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করে।

বেতন ভর্তুকির ভিন্নতা, উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বৈসদৃশ্যতার কারণে সারাদেশে এর ফলাফলেও প্রচুর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো সারাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা থাকলেও উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের একই বিবেচনায় নির্বাচন করা হয়েছে বিধায় দেশের চর, হাওড়, দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকার শিক্ষার্থীরা সমতাভিত্তিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পসমূহের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রদান করা হলো:

১.৭ প্রকল্পসমূহের তুলনামূলক বিবরণী

সূচক	প্রকল্পসমূহের নাম			
	সেসিপ	সেকায়েপ	এসইএসপি	এইসএসএসপি
উদ্দেশ্য	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের বেতন মওকুফের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের বেতন মওকুফের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের বেতন মওকুফের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা	গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বেতন মওকুফ করা, বিজ্ঞান শিক্ষায় উদবুদ্ধ করা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে শিক্ষার্থীদের উদবুদ্ধ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখা
আওতাধীন উপজেলার সংখ্যা	৫৪	২৫০	১৮৩	৪৭৯ উপজেলা এবং ৪ মেট্রো থানাসহ মোট ৪৯৩
অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান	বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক	বাংলাদেশ সরকার	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৯২০	১১৯০৭	১৩০০০	৭০০০
উপকারভোগীর সংখ্যা	ছাত্র-৯৭৩৪৫ ছাত্রী-২০২০৮৭	ছাত্র-৭৪৮৫৪৮ ছাত্রী-১১২৬৫২০	ছাত্র-২৩৬৫৮৪ ছাত্রী-৮৭০৪৮৫	ছাত্র-১০৩৬৬১ ছাত্রী-৪১৬৫০৬
উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করে। ছাত্র-২০% ছাত্রী-৩০%	পি এম টি পদ্ধতির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করে।	দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করে। ছাত্র-১০% ছাত্রী-৩০%	দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করে। ছাত্র-১০% ছাত্রী-৩০%
উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর, ৮ম ও৯ম শ্রেণিতে বার্ষিক	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ)বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর থাকতে হবে; গ) অবিবাহিত থাকতে হবে	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ) ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর, ৮ম ও ৯ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৪০%	ক)কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি; খ) ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে।

সূচক	প্রকল্পসমূহের নাম			
	সেসিপ	সেকায়েপ	এসইএসপি	এইসএসএসপি
	পরীক্ষায় ৪০% নম্বর,এবং ১০ম শ্রেণিতে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; গ) অবিবাহিত থাকতে হবে।		নম্বর,এবং ১০ম শ্রেণিতে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; গ) অবিবাহিত থাকতে হবে।	
উপবৃত্তির হার (মাসিক)	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০০/ ৭ম-------১০০/ ৮ম-------১২৫/ ৯ম------২১০/ ১০ম------২১০/ এসএসসি পরীক্ষার ফি-৭৫০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০০/ ৭ম-------১২৫/ ৮ম-------১৬০/ ৯ম-------১৮০/ ১০ম------২০০/ এসএসসি পরীক্ষার ফি-৭৫০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০০/ ৭ম-------১০০/ ৮ম-------১২০/ ৯ম-------১৫০/ ১০ম------১৫০/ এসএসসি পরীক্ষার ফি-৭৫০/	১১শ বিজ্ঞান-১৭৫/ ১১শ অন্যান্য-১২৫/ ১২শ বিজ্ঞান-১৭৫/ ১২শ অন্যান্য-১২৫/
টিউশন ফি	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৫/ ৭ম------ ১৫/ ৮ম-------১৫/ ৯ম-------২০/ ১০ম------২০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৫/ ৭ম------ ১৫/ ৮ম-------১৫/ ৯ম-------২০/ ১০ম------২০/	৬ষ্ঠ শ্রেণি-১৫/ ৭ম ------ ১৫/ ৮ম-------১৫/ ৯ম-------২০/ ১০ম------২০/	১১শ-১২শ শ্রেণি-৫০/ বই ক্রয় বিজ্ঞান-৭০০/ অন্যান্য-৬০০/ পরীক্ষার ফি বিজ্ঞান-৯০০/ অন্যান্য-৬০০/
অন্যান্য সুবিধা	নাই	ক)প্রতি শ্রেণির প্রথম শিক্ষার্থী বছরে ৫০০/ করে। খ) এস এস সি/ দাখিল পাস শিক্ষার্থীরা এককালীন ১৫০০/ টাকা । গ)প্রতি উপজেলা থেকে ৩টি প্রতিষ্ঠান ১ লক্ষ টাকা করে এচিভমেন্ট এওয়ার্ড পায়।	১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ৩ (জানু-মার্চ) মাসের উপবৃত্তি পায়।	নাই
বিতরণ প্রক্রিয়া	অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে বিকাশের কারিগরি সহায়তায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত হিসাবেপ্রেরণ করা হয়।	অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত হিসাবেপ্রেরণ করা হয়।	ডাচ-বাংলা ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংক ব্যবহার করে অভিভাবকের হিসাবে প্রেরণ করা হয়।	২০১৫ জুন থেকে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংক ব্যবহার করে সরাসরি শিক্ষার্থীর হিসাবে প্রেরণ করা হয়।
কিস্তি	অর্ধ বার্ষিক হারে মে ও নভেম্বর মাসে	অর্ধ বার্ষিক হারে জুন ও নভেম্বর মাসে	অর্ধ বার্ষিক হারে মে –জুন মাসে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর	অর্ধ বার্ষিক হারে মে ও নভেম্বর মাসে

সূচক	প্রকল্পসমূহের নাম			
	সেসিপ	সেকায়েপ	এসইএসপি	এইসএসএসপি
উপবৃত্তি ব্যবস্থাপনা	এসপিএসইউ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে	পিআইইউ /স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ/ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে	এসপিএসইউ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে	এসপিএসইউ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে

২. সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টম্যান্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর কর্মসূচি দলিলের প্রধান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৭ কোটি লোকের বাস এই বিরাট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। আমাদের দেশে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে জনগোষ্ঠীর সুযোগ সুবিধাও ভিন্ন। ১৯৯৪ সালে দেশে ৪টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল তা এখন মাধ্যমিক শিক্ষায় পুরুষদের ভর্তির হারকেও অতিক্রম করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক এলাকা আছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল অবস্থানের কারণে উপবৃত্তি কার্যক্রমের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। তাছাড়াও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education) এখন সময়ের দাবি। এই সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষার মূল-স্রোতধারায় নিয়ে আসার প্রত্যাশা নিয়েই সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সারাদেশে 'সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালুকরণের লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর আওতায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো-

- ৪টি প্রকল্পের কার্যক্রমকে একীভূত করে সারা দেশের জন্য ১টি কর্মসূচিতে রূপান্তর করা;
- সারাদেশে শিক্ষার্থী উপবৃত্তি কর্মসূচিতে এক নীতি ও একই হার চালু করা;
- অতি দরিদ্র ও ভৌগোলিক অবস্থানে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;
- সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য দূর করা;
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিবিড় সমন্বয়-এর মাধ্যমে সোয়াপ (SWAP) নীতি বাস্তবায়ন করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার নিশ্চিত করা;
- Sustainable Development Goal SDG-4 এর শর্ত অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর বিনা বেতনে শিক্ষা নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল পদ্ধতির প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে বিনা খরচে জি-টু-পি পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগী/ অভিভাবকের অনলাইন ব্যাংক হিসাবে উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অর্থ প্রেরণ করা।

২.২ SDG (Sustainable Development Goal-এর সাথে সংশ্লিষ্টতা

কার্যক্রম	SDG-4 এর সাথে সংশ্লিষ্টতা
• সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি অনুমোদন • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি এর কার্যক্রম ম্যানুয়েল অনুমোদন • মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার রোধ কল্পে গণমাধ্যমে প্রচারণার জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ • ৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রচারণা • উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করার জন্য (Baseline Survey Validation) পূর্ব-জরিপ কাজ যাচাই করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি, উপবৃত্তি চালু রাখার যোগ্যতার বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, পরিচালনা কমিটির সদস্যদের এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের নিয়ে Orientation Programপরিচালনা করা • মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার রোধ কল্পে গণমাধ্যমে প্রচারণা করা ○ মাইকিং, শর্ট ফিল্ম, নাটক প্রচার এবং পোস্টার লিফলেইট ইত্যাদি বিতরণ করা ○ রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে প্রচারণা ○ মাঠ পর্যায়ে সামাজিক গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও শিক্ষামেলার আয়োজন করা • সারা দেশের সকল উপজেলায় যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সমন্বিত উপবৃত্তি চালু করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপর দেশব্যাপী মধ্যবর্তী সমীক্ষা পরিচালনা করা ও প্রতিবেদন সকল অংশীজন পর্যায়ে প্রেরণ করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপর সমাপ্তি সমীক্ষা (End line verification Survey) পরিচালনা করা ও প্রতিবেদন সকল অংশীজন পর্যায়ে প্রেরণ করা • সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচিশেষে ফলাফল প্রভাবক (Impact Study)সমীক্ষা পরিচালনা করাএবং এর প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং উপবৃত্তি উপকারভোগীদের একটি ডাটা বেইস (Database) সংরক্ষণ করা।	সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি SDG-4 এর নিম্নে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে: **SDG-4.1** ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল ছেলে মেয়ে প্রাসঙ্গিক, কার্যকরও ফলপ্রসূ, অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক এবং গুণগত মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা; **SDG-4.4** চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যথাযথ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো; **SDG-4.5** অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

৩.সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

কিছু ব্যতিক্রম বাদে সারাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ কর্মসূচির আওতায় থাকবে। আবেদনপত্রের তথ্যাদির ভিত্তিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

৩.১ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাধীন এলাকা

দেশের সকল ভৌগোলিক এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল-কলেজ এবং দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে।

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা ও থানা
০৮	৬৪	১২	৪৯২ ও ২৫[৪]

৩.২ উপকারভোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি মূলতঃ দারিদ্র্য ও প্রক্সি মিন্স টেস্টিং যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্যাদি যাচাই বাছাই এবং একটি বিশেষায়িত Software এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালে Household Income Expenditure Survey ২০১৬ (HIES) এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে বিনির্দেশকগুলো তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় সারা বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সকল স্কুল-কলেজ, দাখিল-আলিম মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীগণ উপবৃত্তির আওতাভুক্ত থাকবে। শুধুমাত্র ৬ষ্ঠ এবং ১১শ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবে। তবে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যারা উপবৃত্তি কর্মসূচি বহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জেএসসি / জেডিসি পাস করে নতুন ভর্তি হয়েছে তারাও উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। অন্যান্য শ্রেণির উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিরতিহীনভাবে শর্তসাপেক্ষে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ও ১১শ শ্রেণির নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিরতিহীনভাবে শর্তসাপেক্ষে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি পাবে।

উপবৃত্তি উপকারভোগী একজন শিক্ষার্থী নিম্নেবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে।

- শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদিবসে উপস্থিত থাকতে হবে;

[৪] সদর উপজেলা নেই এমন চারটি সিটি কর্পোরেশনে ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- বার্ষিক এবং অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পেতে হবে;
- উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে;
- অন্য কোনো সরকারি উৎস থেকে উপবৃত্তি অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষাভাতা গ্রহণ করা যাবেনা।[৫]

সূত্র: অর্থ বিভাগের স্মারক নং ০৭-০০-০০০০-১০২-২০-০০৫-১৯-৪৯৯; তারিখ ৩০ জুন২০১৯খ্রি.

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমে সারাদেশে ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১১শ শ্রেণির আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। তবে ঐ তিন শ্রেণিতে সারাদেশে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।

উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে-

- দারিদ্র্য নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Household Income Expenditure Survey ২০১৬ (HIES-২০১৬) এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে একটি নমুনা আবেদনপত্রে (সংলগ্নী-১) আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের প্রশ্নমালা স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত ব্যাখ্য ও সংজ্ঞা (সংলগ্নী-২)।
- **৬ষ্ঠ ও ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৯ম শ্রেণিতে নতুনভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণ উপবৃত্তি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত আবেদন করতে পারবে।**
- প্রাতিষ্ঠানিক ও উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটি শিক্ষার্থীর আবেদনের তথ্যাদির সত্যতা যাচাই বাছাই করার জন্য দায়ী থাকবে।
- আবেদনপত্রসমূহের তথ্যাদি যাচাই বাছাই শেষে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইএমআইএস কর্তৃক প্রদত্ত একটি সফটওয়্যারে সকল ডাটা লিপিবদ্ধ হবে।
- ডাটা এন্ট্রির পর প্রতিষ্ঠান থেকেই সকল তথ্যাদি অনলাইনে উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার[৬] বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সকল আবেদনপত্র উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করবেন এবং এডভাইজারি কমিটির অনুমোদন নিয়ে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা/থানা হতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে এবং একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/থানা হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে।
- সারাদেশের উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের EMIS Cell-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় HSP (Harmonized Stipend Program) Unit কর্তৃক নির্বাচিত হবে।

---

[৫] **মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী দারিদ্র্যের সূচকে যোগ্য বিবেচিত হলে তাদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য করা যাবেনা।**

[৬] থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে এমন মেট্রোপলিটান এলাকার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটি বরাবর প্রেরণের জন্য।

- শিক্ষার্থীর আবেদনপত্রের প্রশ্নাবলীর উপর প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী মোট ১০০ নম্বরের Weightage প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
- উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন লৈঙ্গিক ভিত্তিতে নয় বরং দারিদ্র্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।
- উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন সারদেশের ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১১শ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগের কম হবে না।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা এবং মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী যথাযথ যাচাই বাছাইয়ের পর সরাসরি এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- **সকল শিক্ষার্থীর জন্মসনদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ কারণে কোনো শিক্ষার্থীর জন্মসনদ না থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে অভিভাবকগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জন্মসনদ সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।**[৭]
- Harmonized Stipend Program এর সকল ডাটা এবং তথ্যাদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের মাধ্যমে Bangladesh Computer Council (BCC) Server-এ সুরক্ষিত থাকবে।
- এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে **অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত G2P পদ্ধতিতে** সরাসরি শিক্ষার্থী / অভিভাবকের অনলাইন মোবাইল ব্যাংক/ ব্যাংক হিসাবে **মাসিক ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।**

৩.৩ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এম,আই,এস (MIS)

G2P (Government to Person) system এর মাধ্যমে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির অর্থ সরাসরি সুবিতরণের ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, অর্থাৎ উপবৃত্তির অর্থ সরকারি কোষাগার থেকে সরাসরি উপকারভোগী শিক্ষার্থী / অভিভাবকের অনলাইন ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। এজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের Strengthening Public Finance Management for Social Protection (SPFMSP) প্রকল্পের প্রযুক্তিগত সহায়তা নেয়া হয়েছে। এজন্য সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির এম.আই.এস ডাটা বর্ণিত প্রকল্পের SPBMU (Social Protection Budget Management Unit) MIS এর সাথে সংযুক্ত থাকবে যাতে উপবৃত্তির অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের EFTNW (Electronic Fund Transfer Network) মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়।

---

[৭] **CRVS-এর আওতায় ব্যানবেইস কর্তৃক শিক্ষার্থীগণের ইউনিক আইডি চালু না হওয়া পর্যন্ত জন্মসনদের নম্বর আবেদনকারী শিক্ষার্থীর Applicant ID হিসাবে এবং উপবৃত্তির জন্য বিবেচিত হলে Stipend ID হিসেবে ব্যবহৃত হবে। CRVS-এর আওতায় শিক্ষার্থীগণের ইউনিক আইডি চালু হলে এটি উপবৃত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণের ইউনিক আইডি হিসেবে ব্যবহৃত হবে** এবং এই আইডি দিয়েই প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন হলেও উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু রাখা যাবে।

৩.৪ উপবৃত্তির এম.আই.এস এ উপবৃত্তি চালু রাখার শর্তাদির স্বয়ংক্রিয়তা (অটোমেশন)

একজন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর এবং তা চালু রাখার জন্য যে সকল শর্তাদি শিক্ষার্থীকে পালন করতে হবে তার মডিউল এই এমআইএস এর মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলো মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয়েছে। শর্তাদির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর গড় উপস্থিতি, বার্ষিক ও সাময়িক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই এই শর্তাদির ডাটা সফটওয়্যার এপ্লিকেশনে এন্ট্রি দেয়ার সুযোগ থাকবে।

৩.৫ সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী হিসাবে সাধারণতঃ তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন ছিটমহল-এ অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সরাসরি বিবেচনা করা হবে। তবে এই কর্মসূচির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের স্বার্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, শ্রেণি শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা থাকবে।

সূত্রঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের স্মারক নং৩৭-০০-০০০০-০৮১-৯৮-০০১-১৯-২৩৭; তারিখ ১১ জুলাই ২০১৯খ্রি.

৪. কর্মসূচির সম্ভাব্য বার্ষিক ব্যয়

এই কর্মসূচি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়। উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য ৪৪টি নির্দেশক/সূচকসহ একটি আবেদন ফরম রয়েছে যা সংলগ্নী-০১ এ দেয়া আছে। এই আবেদন ফরমটি মূলতঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সনের খানাসমূহের আয়-ব্যয় জরিপে (Household Income Expenditure Survey ২০১৬) ব্যবহৃত প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। প্রতি প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী মোট ১০০ নম্বর প্রদানের মাধ্যমে একটি নির্ধারণী নম্বর ধরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। তবে ৬ষ্ঠ-১১শ শ্রেণি পর্যন্ত দেশের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় আসবে। নিম্নের সারণিতে বছরওয়ারী এই কর্মসূচির উপবৃত্তি, বই ক্রয়, পরীক্ষার ফি, বেতন ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বাবদ একটি প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণী দেয়া হলো।

প্রাক্কলিত ব্যয়	বছর-১ অর্থ-বর্ষ ২০১৮-১৯	বছর-২ অর্থ-বর্ষ ২০১৯-২০	বছর-৩ অর্থবর্ষ ২০২০-২১	বছর-৪ অর্থ-বর্ষ ২০২১-২২	বছর-৫ অর্থ-বর্ষ ২০২২-২৩	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	৬৯২০০	২৪৬৪৫৫	২৮৪১০৯	২৭৬৮২৬	২৭২০৬১	১১৪৮৬৫৩
মোট ব্যয়ের %	৬-০২	২১-৪৬	২৪-৭৩	২৪-১০	২৩-৬৯	১০০-০০

৫. প্রশিক্ষণ ব্যয়

প্রশিক্ষণের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	দিনের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠানপ্রধান,প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের জন্য অবহিতকরণ কোর্স (অংশগ্রহণকারী আনুমানিক ১২০ জন)	৫০০	১দিন	৫০০*১২০= ৬০০০০	৫০০
জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য অবহিতকরণ কোর্স	০৮	১(এক)দিন	৮*৭৫=৬০০	৪৮-০০

৬. কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া-

৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে চালুকৃত উপবৃত্তি কার্যক্রমকে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে একীভূত করে সারাদেশে একনীতি ও একই হারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

৬.১ কর্মসূচির ডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

এ কর্মসূচির আওতায় আনুমানিক ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ডাটা প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই একটি বিশেষ সফটওয়্যার এপ্লিকেশনে এন্ট্রি দেয়া হবে এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার-এর মাধ্যমে উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এমআইএস সেল এ প্রেরণ করা হবে; একইসাথে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে ব্যানবেইজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করা হবে। বর্ণিত ডাটার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারে থাকবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায় ও উপজেলা/মেট্রোপলিটান এলাকার উপদেষ্টা কমিটি শুধু শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্রের তথ্যাদির সঠিকতা সমন্ধে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। নিম্নে ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রবাহচিত্রের একটি নমুনা দেয়া হলো:

৬.২ কর্মসূচির এমআইএস ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রবাহচিত্র

প্রবাহচিত্র পরিবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে। পরিবর্তন সাপেক্ষে সংযোজন করা হবে।

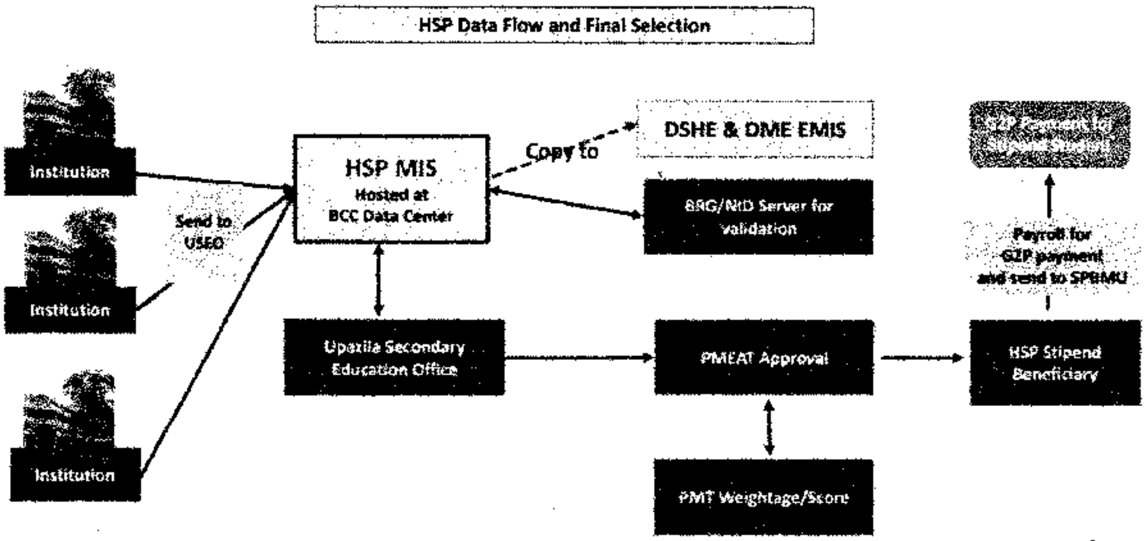

৬.৩ উপবৃত্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণ ব্যবস্থা

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড় উপস্থিতি, সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল এবং বৈবাহিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ সম্পন্ন করা হবে। উপবৃত্তির জন্য এসব তথ্য প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকেই প্রতিষ্ঠানপ্রধান সুনির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়ার ব্যবস্থা নিবেন এবং অনলাইনে উপজেলা মাধ্যমিক/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার-এর মাধ্যমে ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করবেন। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পূর্বে বর্ণিত তথ্যাদির ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্য শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক SPBMU MIS (Social Protection Budget Management Unit's Management Information System-এর মাধ্যমে ডাটা যাচাই এবং পরিশুদ্ধতার (Validation) পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল ডাটা IBAS++(Integrated Budget and Accounting System)-এ স্থানান্তরিত হবে। কর্মসূচির আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা উপবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ প্রাপ্তির জন্য বিল প্রস্তুত করে অনলাইনেই প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অডিট সম্পন্ন সাপেক্ষে বিল পাস করে IBAS ++(Integrated Budget and Accounting System)-এর মাধ্যমে EFT (Electronic Fund Transfer) তৈরি করে বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক তখন শিক্ষার্থী/অভিভাবকের পছন্দের নির্ধারিত অনলাইন ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ফিনান্সিয়েল সার্ভিস প্রোভাইডার এর ব্যাংক হিসাবে (বিকাশ, রকেট, সিউর ক্যাশ নগদ ইত্যাদি) সরাসরি অর্থ প্রেরণ করবেন। নিম্নে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি,বই ক্রয় ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণের একটি প্রবাহ চিত্র দেয়া হলো-

৬.৪ উপবৃত্তি, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি, বই ক্রয় ও অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ বিতরণের প্রবাহ চিত্র

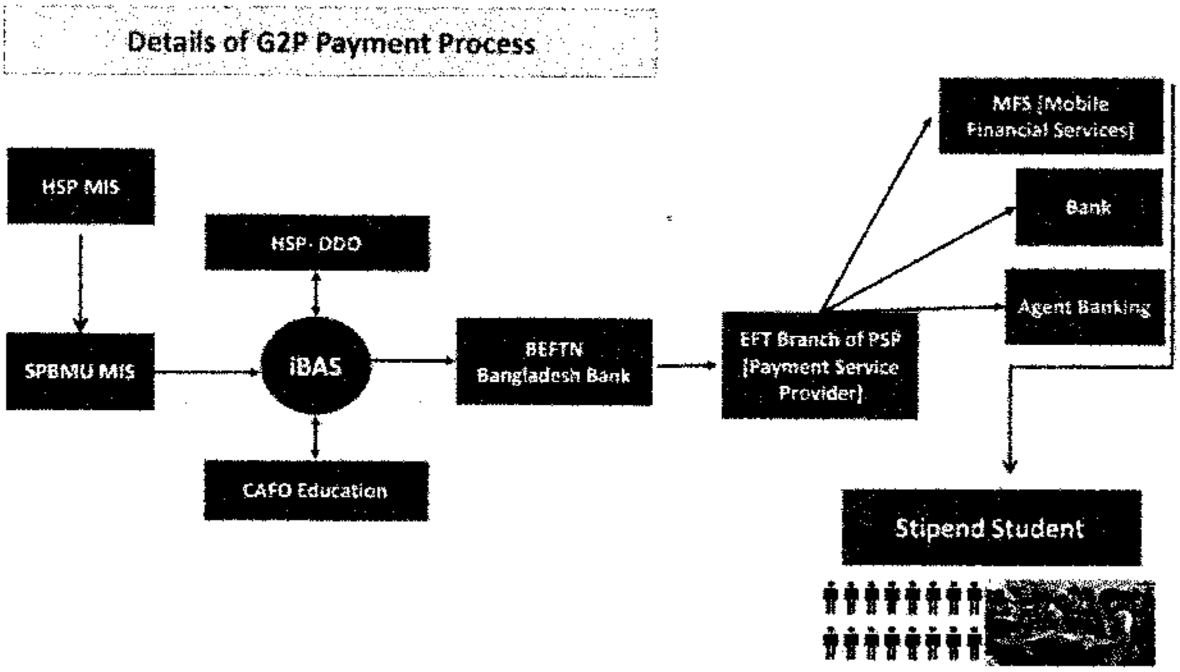

৭. কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

এই কর্মসূচি পরিদর্শন,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত থাকবে। উপজেলা/থানা একাডেমিক সুপারভাইজার, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, পরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশিঅ), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে কর্মসূচি পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন এবং উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে **প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে প্রদত্ত শিক্ষার্থীদের তথ্যের সত্যতা যাচাই করবেন।** এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং এতদসম্পর্কিত উপদেষ্টা পরিষদ সময়ে সময়ে এই কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ/উপদেশ প্রদান করবেন। তদুপরি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর্মসূচির প্রভাব জরিপ করার জন্যও কর্মসূচির দলিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ

সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ১টি, উপজেলা ও মেট্রো এলাকার জন্য পৃথক ২টি উপদেষ্টা কমিটি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে (মেট্রো ও মেট্রো বহির্ভূত এলাকার) পৃথক আরো ২টিসহ মোট ৫টি কমিটি কাজ করবে। কমিটিসমূহ ও কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

৮.১ উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি একটি আন্তঃসংস্থা/মন্ত্রণালয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ জাতীয় কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি উপবৃত্তি বিষয়ক যেকোনো সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা, নতুন নীতি গ্রহণ, উদ্ভুত যেকোনো সমস্যার সমাধান এবং কর্মসূচির সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন। এই কমিটি কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার এবং প্রয়োজনে একাধিকবার বসতে পারবে।

সমন্বিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

ক্র.নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে পদবি
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	যুগ্ম /উপসচিব, মাউশিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	যুগ্ম /উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব, বাজেট-১ অর্থ বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের একজন পরিচালক	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি মাউশিঅ (১ জন পরিচালক)	সদস্য